R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG 112 Regd. No.– W B/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ | ৪১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০০ সাল | ৯ই মার্চ, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা | বার্ষিক ২৫ টাকা

## প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষা, জঙ্গিপুর কেন্দ্রে সি পি এমের ন্যক্কারজনক ব্যবহার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১—৫ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের (পঃ বঃ) প্রাথমিক শেষ বৃত্তি পরীক্ষা এখানে শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয় গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। জেলায় মোট ৫২টি সেন্টারে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বহু প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১-৯২ এ ২০ হাজার, ১৯৯২-৯৩ এ ৬৪ হাজার এবং এবারে ৯৩-৯৪ এ পরীক্ষা দেয় ১ লক্ষ ৪১ হাজার ছাত্রছাত্রী। পঃ বঙ্গ সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির কারণে এ রাজ্য সারা ভারতে ২য় স্থান থেকে নেমে সপ্তদশ স্থানে এসেছে। তারই প্রতিকারে পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইংরাজী-সহ সমস্ত বিষয়েই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা পর্ষদের এই প্রচেষ্টাকে বিপুলভাবে সমর্থন করেছেন বলে জানা যায়। উল্লেখ্য রাজ্যে ৫২টি সেন্টারের মধ্যে একমাত্র জঙ্গিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে সি পি এম সমর্থনে বাধা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোথাও কোন অঘটন ঘটেনি। খবর গত ৩ মার্চ ইতিহাস ভূগোল পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখে বিদ্যালয়ে তালা বন্ধ। পরীক্ষা পরিচালকেরা প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানতে পারেন স্কুলের চাবি স্কুল পরিচালক কমিটির সম্পাদক নিজের কাছে রেখেছেন। পরীক্ষা ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## দুর্নীতি খাদ্য দপ্তরে— মহকুমায় রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

ধুলিয়ান ঃ মহকুমায় রেশন ব্যবস্থা একরকম ভেঙ্গে পড়েছে বলে খবর। বেশ কয়েক মাস থেকে চাল, চিনি, গম এমনকি কেরোসিন তেলও গ্রামাঞ্চলে মিলছে না। শহরে কখন সখন চিনি পাওয়া যাচ্ছে, কেরোসিনের সরবরাহে বরাদ্দ কমেছে বলে জানা যায়। রেশন ডিলাররা এমন অবস্থায় পড়েছেন যে কেউ কেউ ডিলারশিপ লাইসেন্স সারেন্ডার করার কথাও চিন্তা করছেন। কেন না এই ব্যবসায় এ রকম বিপর্যস্ত অবস্থা চললে তাঁদের পেট চালানো দায় হয়ে পড়বে বলে তাঁরা উদ্বিগ্ন। অভিযোগ উঠেছে মহকুমা খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে অবস্থা এক রকম বেহাল হয়ে পড়েছে। ছাত্রপরিষদের ধুলিয়ান থানার সম্পাদক কল্যাণ গুপ্ত আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে জানান রেশনের জন্য যেটুকু মাল মাঝে মধ্যে আসে তাও গোপনে চোরাকারবারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে তাঁরা বিডিও সমসেরগঞ্জের কাছে ডেপুটেশন দিয়েও কোন ফল পাননি। ভাসাই পাইকড়ের পঞ্চায়েত প্রধান কসিমুদ্দিন জানান তাঁর পঞ্চায়েতের অদ্বৈতনগর গ্রামের জনগণ খাদ্যদপ্তরের কয়েকজন অফিসারের চক্রান্তে রেশন দ্রব্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বহু চেষ্টা করেও অজ্ঞাত কারণে তাঁরা রেশন পাচ্ছিলেন না। সমসেরগঞ্জ থানার খাদ্যদপ্তরের পরিদর্শক দীপ্তেন্দু সিংহ তদন্ত রিপোর্ট দিলেও উক্ত দপ্তরের দুজন কর্মী ফুলচাঁদ আলি ও তারিফ আলি নাকি ঐ রিপোর্ট চাপা দিয়ে দেন ও পরিদর্শককে ঐ রকম রিপোর্ট দেওয়ায় অপমানিত করেন। শেষ পর্যন্ত বিডিও ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ট্রাকের উপর খুন করে মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে চালক পলাতক

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৪ মার্চ ৩৪নং জাতীয় সড়কে গদাইপুর ব্রীজের কাছে রাস্তায় একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। তদন্তে প্রকাশ দেহটি সাগরদীঘি থানার দক্ষিণ-গ্রামের জনৈক ছকু দাসের। খবর ছকু দাস স্থানীয় নির্মাণ ব্রিক ফিল্ডের একজন কর্মী। ঐ ভাটারই ট্রাকে (নং ডবলিউ বি ৬৭২) ড্রাইভার উজ্জ্বল দাসের সঙ্গে ইঁট ফেলে ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে ড্রাইভারের বচসা হয়। সেই সময় উজ্জ্বল হঠাৎ তাঁকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করলে তিনি মারা যান। উজ্জ্বল ছকুর মৃতদেহ ট্রাক থেকে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে ট্রাক নিয়ে মিঞাপুরে তাঁর বাসায় এসে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের ট্রাকে তুলে নিয়ে মুরারই চলে যান। সেখানে ট্রাক ফেলে দিয়ে সকলে পালিয়ে যায়। উজ্জ্বল দাসের বাড়ী সিদ্ধিকালী। তিনি মিঞাপুরে বাসা ভাড়া করে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতেন বলে জানা যায়। ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু উজ্জ্বলের কোন সন্ধান এখনও মেলেনি।

## মনিগ্রাম খাসমহল কাছারী বাড়ীতে (দেহব্যবসা)

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় থানার মনিগ্রামে পুরোনো খাসমহল কাছারী বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকায় সেখানে ঘরগুলিতে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তির আস্তানা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাতের অন্ধকারে সেখানে দেহব্যবসার রমরমা কারবার চলছে বলে জানা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ই ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০০ সাল

## অযৌক্তিক আন্দোলন

বর্তমান যুগকে আন্দোলনের যুগ বলা যাইতে পারে। দেশের চতুর্দিকে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া লইয়া বিভিন্ন আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি মাতিয়া উঠিয়াছে। ফলশ্রুতি কখনও বাংলা বন্‌ধ্‌, কখনও বিহার বন্‌ধ্‌, কখনও ভারত বন্‌ধ্‌ এর আহ্বানে সোচ্চার হইতেছে দলগুলি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলা বা শহরের সীমার মধ্যেও বন্‌ধ্‌ ডাকা হইতেছে। মিছিল, ডেপুটেশন, ঘেরাও, পথ—রেল অবরোধ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত দাবী-দাওয়ার মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগই বেশী মাত্রায় লক্ষ্য করা যাইতেছে। অনেক দাবীর মধ্যে যুক্তির কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। এই ডাকগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলেই বোঝা যায় এই গুলি হইতেছে নিছক দলের সদস্যদের কোনরূপ উত্তেজিত করিয়া রাখিবার অপচেষ্টা মাত্র। নেতৃবৃন্দ ভাল করিয়াই জানেন যে ঐ সব দাবীর মধ্যে কোন যুক্তি নাই, তবুও অন্যায্য এই দাবী পূরণের জন্য তাঁহারা সদস্যদের লইয়া মিছিল মিটিং এমন কি বন্‌ধ্‌ ঘেরাও করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। সম্প্রতি এই শহরে বামফ্রন্টেরই এক শরীক দল আর এস পির আহ্বানে সংঘটিত রিক্সা চালকদের এক বিশাল মিছিল শ্লোগানে শহরের রাজপথ কম্পিত করিয়া পরিক্রমা করিল। মিছিলে শ্লোগান হইতে বুঝা গেল এই আন্দোলন রঘুনাথগঞ্জ পুর শহরে অটো-রিক্সার লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার কারণে আহুত হইয়াছে। কিন্তু যুক্তির বিচারে এই সিদ্ধান্ত রদ করিবার উপযুক্ত কোন কারণ আছে বলিয়া নেতারাও মনে করেন না। কিন্তু কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে তাঁহারা রিক্সা চালকদের অবুঝ মনোবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিতে তাঁহাদেরকে আন্দোলনের পথে নামাইয়াছেন। নেতৃত্ব ভাল করিয়াই জানেন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দেশ আগাইয়া চলিয়াছে। শহরের ক্রমবর্দ্ধমান গতির চাহিদা মিটাইতে একদিন যেমন গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীর কাল গত হইয়া রিক্সা, ট্যাক্সি, ট্রাক চালু হইয়াছে, তেমনি বর্তমানে ক্রমে ক্রমে অটোরিক্সাও শহরের যানবাহনের অগ্রভাগে আপনার স্থান করিয়া লইবেই। এবং শহরের জনগণও তাহা সমর্থন করিবেন। সে ক্ষেত্রে এই ভাবে অটোরিক্সার প্রতিবাদে রিক্সা চালকদের এই অন্যায় আন্দোলন কোনক্রমেই জনসমর্থন পাইতে পারিবে না। রিক্সাচালক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এই অযৌক্তিক আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করিয়া যদি রিক্সা চালকদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁহাদের লাইসেন্স ফি কমাইয়া অর্থনৈতিক সুবিধাদি আদায়ে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন তবে কাজের মত কাজ হইবে, নতুবা সকলই বৃথা।

## উপবাসের মাস ঃ রমযান

*আবদুর রাকিব*

'রমযান' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল দহন করা, জ্বালিয়ে দেওয়া। দহন কিংবা জ্বালিয়ে দেওয়ার উপকরণ আগুন। কবিগুরুর কবিতা স্মর্তব্য ঃ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।' কিংবা 'আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো'—ইত্যাদি। সোনার খাঁটিত্বের জন্য আগুন দরকার। অগ্নিশুদ্ধি দরকার জীবনেও। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দাস আমরা, ষড় রিপুর তল্পিবাহক। নানা কলুষ কামনায় আবিল এ মন। আবিল এ দেহ। দৈনন্দিন জীবনের পাপাচারকে দগ্ধ করে উপবাস। তাকেই বলি রোযা।

রোযাকে আরবীতে বলে 'সিয়াম'। 'সত্তম' এর বহুবচন। ইসলামী পরিভাষায় রোযার অর্থ হচ্ছে ঊষার আগে আলোর আভাস যখন পূর্বাকাশে অঙ্কুরিত হয়, সেই সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন ধরনের পানাহার ও ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ প্রবৃত্তির সাময়িক নিবৃত্তি এবং চিরস্থায়ী নিয়ন্ত্রণই এর মূল অভিপ্রায়। কঠোর সংযম ও সহিষ্ণুতার আগুনে নিজেকে দহন করে আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া, অপাপবিদ্ধ হওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। মানুষের রিপু নিচয়ের অবাধ আস্ফালন, ইন্দ্রিয়ের অপ্রতিহত শাসন সমাজ জীবনে কোন সংহতি, শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে না। বরং ডেকে আনে বিপর্যয়, অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা। সব বাদ দিয়ে শুধু কাম প্রবৃত্তির কথাই ধরা যাক। এর অসংযত ব্যবহার মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। উপহার দেয় এইডস, গনোরিয়া, সিফিলিস। এ সব উৎখাতে সমগ্র বিশ্বে কত কোটি ডলার খরচ হয়, আধুনিক চিকিৎসা ও গবেষণা কর্মে, সে হিসেব অবশ্য হয়নি। কিন্তু আমাদের বিশ শতকীয় সভ্যতা যে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ এ সব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণ দেখা দেবে না, যদি আমরা অবাধ যৌন সংসর্গের পোষকতা না করি। কিন্তু কার্যত আমরা করছি। বাংলাদেশের এক কলাম লেখিকা যখন অবাধ যৌনাচারের পক্ষে লিখলেন, তখন আমরা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার লোকগুলির মত হাততালি দিয়ে বলে উঠলাম 'সাবাশ'! 'সাবাশ'! মানেটা দাঁড়াল এই, আমরা এইড্‌সকে ভয় করি, কিন্তু কামের মুখে বল্‌গা পরাতে চাই না। কিন্তু বল্‌গা ও সারথী দুইই দরকার। আমাদের সচলতা অবশ্যই জরুরী, কিন্তু কোথায় থামতে হয়, তা জানা আরও জরুরী। আসলে সংযম মানে আত্মরক্ষা। যুগে যুগে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে উপবাসের অনুশাসন এসেছে পৃথিবীর সব কটি ধর্মের তরফেই। পবিত্র কুরআন বলে ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। (২ঃ ১৮৩)

সুতরাং রোযা শুধু ইসলামের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ নয়, প্রাক-ইসলাম পর্বের প্রতিটি ধর্মে কোন না কোন ভাবে এর অস্তিত্ব ছিল, আছে এখনও। অবশ্য, ইসলামের বিধানে তার একটি সুস্পষ্ট ছক আছে। আছে নিয়ত (মনে মনে ইচ্ছা করা), আছে সেহরী (মধ্য রাতের পর থেকে প্রত্যূষ-রেখা উদ্ভাসের পূর্ব মুহূর্ত সময়ের মধ্যে যে খানাপিনা চলে)। আছে ইফতার (সূর্যাস্তের পর সিয়াম পালনকারী সর্ব প্রথম যে খাদ্যপানীয় গ্রহণ করেন)। নামায তো বরাবর আছেই। এ মাসে, রাতে অতিরিক্ত যে নামায পড়তে হয়, তাকে বলে তারাবীহ্‌। এবং আরও একটি বিষয় আছে—যা সার্বজনীন নয়, মহল্লার অন্ততঃ একজন পালন করলেও কাজ চলে। তাকে বলে ইতেকাফ—রমযান মাসের শেষ ১০ দিন শুধু উপাসনা অর্চনার উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি-সংসার থেকে মসজিদে সরে যাওয়া। মসজিদেই চলবে তার আহার, বিশ্রাম ও উপাসনা। ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা সেহেরী খান না। এবং হিন্দুধর্মে উপবাস মানে অনশন নয়।

পুরো একটি মাস রোযা রাখা আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু যাঁরা রোযা রাখেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। আবার কবিগুরুর কবিতা চরণ ঃ 'যখনি জেগেছে চিত্ত, তখনি এসেছে প্রভাত।' তেমনি, একবার যখন মন তৈরি, তখন সব কিছু সাবলীল। সহজ। তাছাড়া কুরআনের বিধানও যথেষ্ট নমনীয়। যেমন, কুরআন বলে ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা প্রবাসে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তির রোযা রাখা দুঃসাধ্য তার পক্ষে (একটি রোযার পরিবর্তে) একজন অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করা কর্তব্য। তবুও যদি কেউ নিজের খুশিতে পুণ্য কাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর এবং যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে তবে বুঝতে রোযাব্রত পালনই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ (২ঃ১৮৪) সিয়াম সাধনা সত্যই উপলব্ধির বিষয়

ভ্রম সংশোধন ঃ গত ২ মার্চের পত্রিকায় জঙ্গিপুর পৌর সভার ফেরীঘাট ইজারার বিজ্ঞপ্তির শেষে ডাকের তারিখ ও সময় মুদ্রণ দোষে ১৬-৩-৯৪ স্থলে ৬-৩-৯৪ হয়ে গেছে।
সম্পাদক/জঙ্গিপুর সংবাদ

## মোকাম জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত

মোঃ নং ১২৩/৯৩ অন্য

বাদী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র হালদার দিং
বিবাদী—সাহাজাদপুর কলোনীর হিন্দু জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর শ্রীসুধীরকুমার হালদার দিং

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন সাহাজাদপুর মৌজার সাহাজাদপুর কলোনীর হিন্দু জনসাধারণকে আদালতের নির্দেশমতো জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, রঘুনাথগঞ্জ থানার সাহাজাদপুর মৌজার R/S ৩৯০নং খতিয়ানভুক্ত ২১৬নং দাগের ২·১০ শতক মধ্যে নির্দিষ্ট ৭৪২ শতক সম্পত্তি লইয়া উক্ত কলোনীর শ্রীনারায়ণচন্দ্র হালদার দিং জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালতে ১২৩/৯৩ নং অন্যপ্রকার মোকর্দমা আনয়ন করিয়াছেন। এবং তাহাতে তাহারা নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্বসাব্যস্তপূর্বক ইং ৫-২-৯২ তারিখে মন্দির বরাবর ৬নং বিবাদী প্রভাত রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত দানপত্র দলিল ভূয়া তঞ্চকী, পণ্ড, যোগসাজসী, কাগজীয় আইনতঃ অকার্য্যকরী দলিল থাকা এবং তন্মূলে উক্ত দলিলে লিখিত সম্পত্তিতে ৺কালী মন্দিরের কোন স্বত্ব অর্জিত না হইয়া থাকা সাব্যস্তে বিবাদীপক্ষ যাহাতে বাদীগণের স্বত্বীয় সম্পত্তির দখলে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন ঘটাইতে বা বাদীগণকে বেদখল করিতে না পারেন তন্মর্মে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় উক্ত মোকর্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা মোকর্দমায় বিবাদী পক্ষভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ১৫ দিন মধ্যে মোকর্দমায় পক্ষভুক্ত হইয়া মোকর্দমা পরিচালনা করিবেন। অন্যথায় আইনানুগভাবে মোকর্দমা নিষ্পত্তি হইবে।

অনুমত্যানুসারে—
নরেন্দ্রনাথ দাস
(সেরেস্তাদার জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত)

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ ফেয়ার

## বাড়ালা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলী সমাপ্তি উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলী সমাপ্তি উৎসব মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। ৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও প্লাটিনাম জুবিলী হ:লের দ্বারোদ্ঘাটন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ করেন বিচারপতি অবনীমোহন সিংহ। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা, মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক এস সুরেশ কুমার ও সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতীয় সংহতি।' আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন বিচারপতি অবনীমোহন সিংহ, সভাপতিত্ব করেন বেলুড় মঠের স্বামী সনাতনানন্দজী মহারাজ (শিশির মহারাজ)। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্রজমোহন মজুমদার, নির্মল মাইতি ও অমিয়কৃষ্ণ রায়। উভয় দিনই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে নাটক ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

## প্রাথমিক শিক্ষকদের ডেপুটেশন

সাগরদীঘিঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাগরদীঘি চক্র শাখা গত ৩ ফেব্রুয়ারী তাঁদের ১৮ দফা দাবী দাওয়া নিয়ে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদ্বয়কে এক ডেপুটেশন দেন। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও রামপদ দাস।

## চক্ষু অপারেশন শিবির

জঙ্গিপুরঃ গত ১১ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় টাউন ক্লাবে জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের পরিচালনায় এক চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির চলে ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। বিনা মূল্যে ১২৬ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করেন জেলার সুযোগ্য চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ আবদুস্ সামাদ ও তাঁর সহকারীরা।

## হারানো/প্রাপ্তি/নিরুদ্দেশ

গত ১ মার্চ সুতী থানার চাঁদের মোড় থেকে আমার স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারী ও বি-এর মার্কশীট এবং এ্যাডমিট কার্ড হারিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে নীচের ঠিকানায় জমা দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। আবদুল হক, পিতা মহঃ আবদুস সামাদ, গ্রাম+পোঃ নয়া বাহাদুরপুর (মুর্শিদাবাদ)

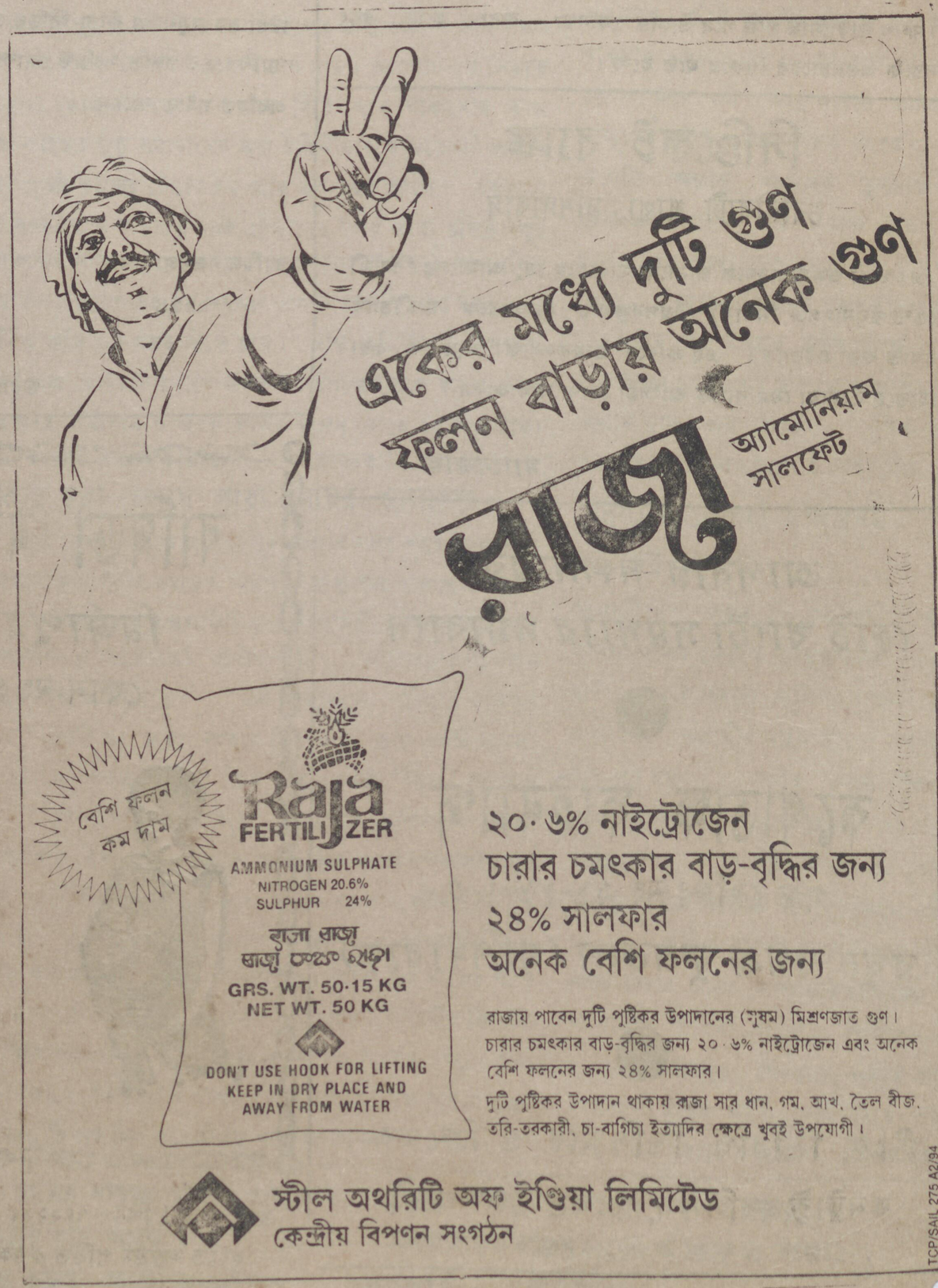

### সি পি এমের ন্যক্কারজনক ব্যবহার ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

পরিচালক কর্তৃপক্ষ সম্পাদকের কাছে গেলে তিনি জানান সরকারের নীতির বিরুদ্ধাচরণই এই কার্যাক্রমের উদ্দেশ্য চিন্তা করে তিনি স্কুলের চাবি প্রধান শিক্ষিকার কাছ থেকে নিয়ে সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যকে দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ ছাড়া তিনি কোন ব্যবস্থা নিতে অপারগ। শেষ পর্যন্ত মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর কাছে দরবার করলে তিনি মাত্র ঐ দিনের জন্য চাবি দেবার ব্যবস্থা করেন। এই পরিস্থিতিতে ৪ মার্চ বিজ্ঞান ও ৫ মার্চ ইংরাজী পরীক্ষা এসডিও এবং বিডিওর মধ্যস্থতায় জঙ্গিপুর হাই স্কুলে শেষ হয়। এই ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে ৭ মার্চ পরিষদের পক্ষ থেকে এক ধিক্কার মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সভাশেষে স্কুল সম্পাদকের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। জঙ্গিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা লিখিত অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও সেক্রেটারী কেন পরীক্ষাকেন্দ্র তালা বন্ধ রাখলেন এর বিরুদ্ধে পরিষদ ক্রিমিন্যাল ব্রিচ অব ট্রাষ্ট এর মোকর্দ্দমা দায়ের করছেন বলে পরিষদের সদস্য এ্যাডভোকেট মৃণাল ব্যানার্জী আমাদের জানান।

### মহকুমায় রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বিকাশ হালদার ও পঞ্চায়েত সমিতির যুগ্ম সভাপতি সঞ্জয় সাহার উদ্যোগে ঐ দুষ্টচক্র থেকে অদ্বৈতনগরের বাসিন্দাদের রেশন দেওয়ার অধিকার আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয় বলে প্রধান জানান। ঘোড়শালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আনন্দ মাঝি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান খাদ্য দপ্তরের কতিপয় কর্মচারীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সৎসাহসী কয়েকজন কর্মী রুখে দাঁড়ানোয় পদে পদে তাঁদের হেনেস্থা করা হচ্ছে এবং তাঁদেরকে অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে।

### কাছারী বাড়ীতে দেহব্যবসা ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

এখানে বচসা, গণ্ডগোল বাধছে। আশ-পাশের বাসিন্দাদের শান্তিভঙ্গের কারণ হয়েছে এই অবাঞ্ছিত বাসিন্দারা। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রামবাসীরা দাবী জানাচ্ছেন সরকারের এই খাস বাড়ীগুলি সংস্কার করে সরকারী কর্মীদের কোয়াটার বানিয়ে ভাড়া খাটানো হোক।

## টেণ্ডার নোটীশ

এতদ্দ্বারা কাঁচা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক বিড়ির ক্ষেত্রে সেনট্রাল একসাইজ এস, আর, পি ট্রেড নোটীশ নম্বর ৫২/৯৩ মোতাবেক নথিভুক্ত ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চ্চেণ্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে ( অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক শাখা অফিসসহ ) ১৯৯৪-৯৫ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিল্ড টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেণ্ডার ১৯৯৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ ( পাঁচ ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ৩১শে মার্চ্চ ১৯৯৪ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও কাঁচা বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন।

তারিখ, অরঙ্গাবাদ
১-৩-১৯৯৪

ইতি—
স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত
সেক্রেটারী,
ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন


## সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক

ভবানীবাটী শাখা, মুর্শিদাবাদ

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমাদের পিগ্‌মী এজেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী শ্রীস্বপনকুমার হালদারকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এই কারণে গ্রাহকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন ব্যাঙ্কে আসিয়া যোগাযোগ করেন।

ম্যানেজার

আপনার সংসারের
ছোট খাটো সমস্যার সমাধানে

## কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স

গভ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর ও ফ্রিজের
কনট্রাক্ট বেসিস মেরামত কোম্পানী

## বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী—কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ির নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন— ৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।